দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 MAY 1998 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

সন্ত্রাস ও ছাত্র রাজনীতি ❑ বিশিষ্টজনের ভাবনা

শিক্ষাঙ্গন যেন মস্তানের মল্লভূমি

জাহেদা আহমদ

তথাকথিত 'ছাত্র রাজনীতি' ঃ পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন আবার সরগরম হয়ে উঠেছে, সচেতন মহলে এর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে, মতামত দিচ্ছেন বিশিষ্টজনরা। পত্র-পত্রিকায় সেসব খবরও পাচ্ছি আমরা। এতে করে ক্রমশ যে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাতে দেখা যাচ্ছে সুস্থ জনমত; কিন্তু প্রচলিত ধারার ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে চলে গেছে প্রায়। দাবি উঠছে এ ধরনের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

এমনি এমনি এ দাবি উঠেনি। তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ ভুক্তভোগী মানুষ চাচ্ছেন এর অবসান হোক। ছাত্র রাজনীতির প্রবক্তারা এর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে পাকিস্তান আমলে বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তৎকালীন ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উল্লেখ করেন। অবশ্যই আমাদের সেই লড়াইয়ে তখনকার সংগ্রামী ছাত্র সমাজের অবদান অবিস্মরণীয়। কিন্তু যে কথাটা বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতির সমর্থকরা ভুলে যান- হয়তো-বা ইচ্ছে করেই তা হচ্ছে এক কথায়, সে যুগ হয়েছে বাসি। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে গুণগত, মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরিবর্তনটা ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক, শুভ নয় অশুভ আর প্রয়োজনীয় তো নয়ই। কিভাবে ঘটল, কেন ঘটল এই পরিবর্তন তাও কমবেশি জানা আমাদের। স্বাধীন বাংলাদেশে একের পর এক সরকার এসেছে, গেছে- প্রতিটি সরকার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেছে ছাত্র সংগঠন, ব্যবহার করেছে সেসব সংগঠনের ছাত্রদের। তাদের যোগানো হয়েছে অঢেল অর্থ আর অস্ত্র।

এই নষ্ট-ভ্রষ্ট রাজনীতি, অর্থ আর অস্ত্রের পথ বেয়ে উত্থান ঘটেছে আজকের তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির ও ছাত্র নেতৃত্বের। এই 'রাজনীতির' নেই কোন আদর্শ, কোন নীতিবোধ, কোন দেশপ্রেম অথবা সমাজ চেতনা। এই 'রাজনীতি'র হোতাদের আছে অপরিসীম দাপট, আছে অকল্পনীয় লোভ ও বিত্তবাসনা, আছে অঢেল রোজগারে অবৈধ ব্যবস্থা। হোন্ডাবাহিত, পাজেরোচালিত, মোবাইল শোভিত এসব সশস্ত্র হর্তা-কর্তা যে কোন শিক্ষাঙ্গনের 'পরম শোভা' এবং তাদের গডফাদারদের পরম সম্পদ বটে। জাতীয় রাজনীতির বড় দলগুলো তো বটেই এমন কি খুচরা দলও এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে গোড়া থেকেই। বলা হয় ছাত্র সংগঠনগুলো লেজুড়বৃত্তি করে জাতীয় রাজনৈতিক দলের- আসলে সম্পর্কটা দ্বিপাক্ষিক; পরস্পর নির্ভরশীলতার—কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না, একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারে না, একের সহায় অপরজন।

মূলত সে কারণেই এই তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি এমন মারাত্মক ক্যান্সার হয়ে দেখা দিয়েছে সমাজে ও রাষ্ট্রে। ওইসব ছাত্রনেতা ও ক্যাডারের বেশিরভাগই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণকালীন ছাত্র নয়, ছাত্রনামধারী সশস্ত্র মস্তান, চাঁদাবাজ দুর্বৃত্ত মাত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এমন কি বাইরেও যেকোন ধরনের টেন্ডার সন্ত্রাস, নির্মাণকাজে চাঁদাবাজিতে এরা সিদ্ধহস্ত। এ কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে আপোসরফা ও সমঝোতার খবরও পত্রপত্রিকায় আসে। গত এক মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী- তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই এ ধরনের অত্যাশ্চর্য বখরা ভাগাভাগির খবর এসেছে। দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরদখলের মতো হল দখলের যে নারকীয় প্রতিযোগিতা চলে তার পেছনেও একটি বড় কারণ এই চাঁদাবাজি-বখরা ভাগাভাগির 'ইস্যু'। যে গোষ্ঠী যতটা বেশি হল দখলে রাখার 'প্রমাণ' দিতে পারবে, 'শিকারে'র কাছে তাদের শক্তিমত্তার দাবিও তত জোরালো হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহৎ অঙ্কের- ১০০ কোটি টাকার নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজকে সামনে রেখে বিবদমান বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতার প্রয়াস চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। ভাবনা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

ভাবনা ঃ বিশিষ্টজনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে কথাটা তারা এবং তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী ভুলে যান তা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে গায়ের জোরে তা 'দখল' করে নিতে হবে বা দখলে রাখতে হবে। শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে এই 'দখল' শব্দটাই অপাঙক্তেয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের রাজনীতির ধারকবাহকদের কাছে এই 'দখল' করে নিতে পারাটা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক। তাই সব সরকারের আমলেই এই 'দখলের' তৎপরতা ও মানসিকতা অব্যাহত রয়েছে। যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞান চর্চার, মেধার সৃজন লালন ও পালনের ক্ষেত্র নয়, মস্তানের মল্লভূমি। একটা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কত অধঃপতিত, কত নিম্নমানের হলে পরে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে? গ্রাম্য মোড়লদের পাইক-পেয়াদা-লাঠিয়ালের প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই অভাবিতপূর্ব তথ্য বিপ্লবের যুগে স্রেফ মস্তাননির্ভর হয়ে ''শরীয়তপুর-গোপালগঞ্জ-বরিশাল নামধারী তথাকথিত 'বহুজাতিক' গোষ্ঠীর সহায়তায় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে তা কি হয়? সেজন্যই আমাদের মেধাবী প্রজন্মের যে যেভাবে পারছে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

তাই একতরফাভাবে আমাদের তরুণ সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করার অবকাশ নেই। আমাদের নেতা-নেত্রীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে আচরিত কোন উচ্চ আদর্শ এদের সামনে রাখতে পারেননি, কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বা সম্ভাবনাও এদেরকে দেখাতে পারেননি। একজন তরুণ কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিয়ে রাতারাতি মস্তান বনে যায় না। গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এসে প্রথমেই হলে সিট পাওয়ার জন্য তাকে কোন না কোন সংগঠনের খাতায় নাম লেখাতে হয়, হাতেখড়ি হয় এভাবেই। তারপর অবৈধ কাঁচা টাকার মুখ দেখতে পেলে মস্তানির 'বিএমএ ডিগ্রি' লাভের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে তার কাছে। এই অমার্জনীয় পরিস্থিতির হোতা এবং সুফল ভোগকারী এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে অগ্রণী ও একমত হতে হবে। না হলেএই বিধ্বংসী তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি নামক ব্যাধির উপশম হবে না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (Criminalisation) ঘটেছে প্রবলভাবে। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির কোন ক্ষেত্র এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে হরেক রকমের দুর্বৃত্তকুল আসর জমিয়ে বসেনি। সুস্থ জীবনের নিরাপত্তা নেই কারো। দুর্বৃত্তকবলিত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক-মানবিক পরিবেশ দুই-ই মহাবিপন্ন। শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সার্বিক অবক্ষয়ের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেনি, থাকা সম্ভব নয়। সকলের জন্য সুস্থ পরিচ্ছন্ন মানবিক পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব সকলের, তবে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। অর্ধ শতাব্দীরও আগে আমাদের অতি আদর্শবাদী তরুণ কবির কণ্ঠে আশার বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, ''বন্ধু তোমার ছাড় উদ্বেগ, নিঃসংশয় কর চিত্ত/বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।'' আজকের তরুণ সে ডাকের উপযুক্ত নয় তা আমরা বিশ্বাস করি না। প্রয়োজন শুধু আদর্শবাদী সঠিক নেতৃত্ব।